সত্যজিৎ রায়

প্রোফেসর শঙ্কু

প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও.

আনন্দ

সত্যজিৎ রায়

প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার

প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও.

ছবি : অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

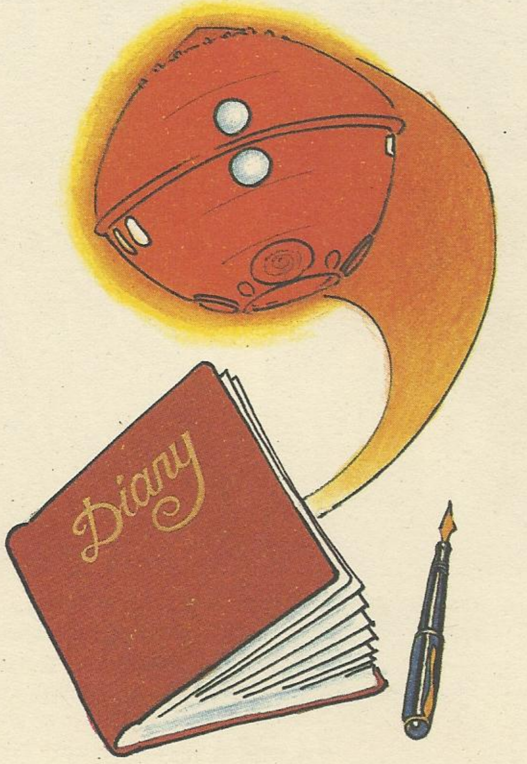

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

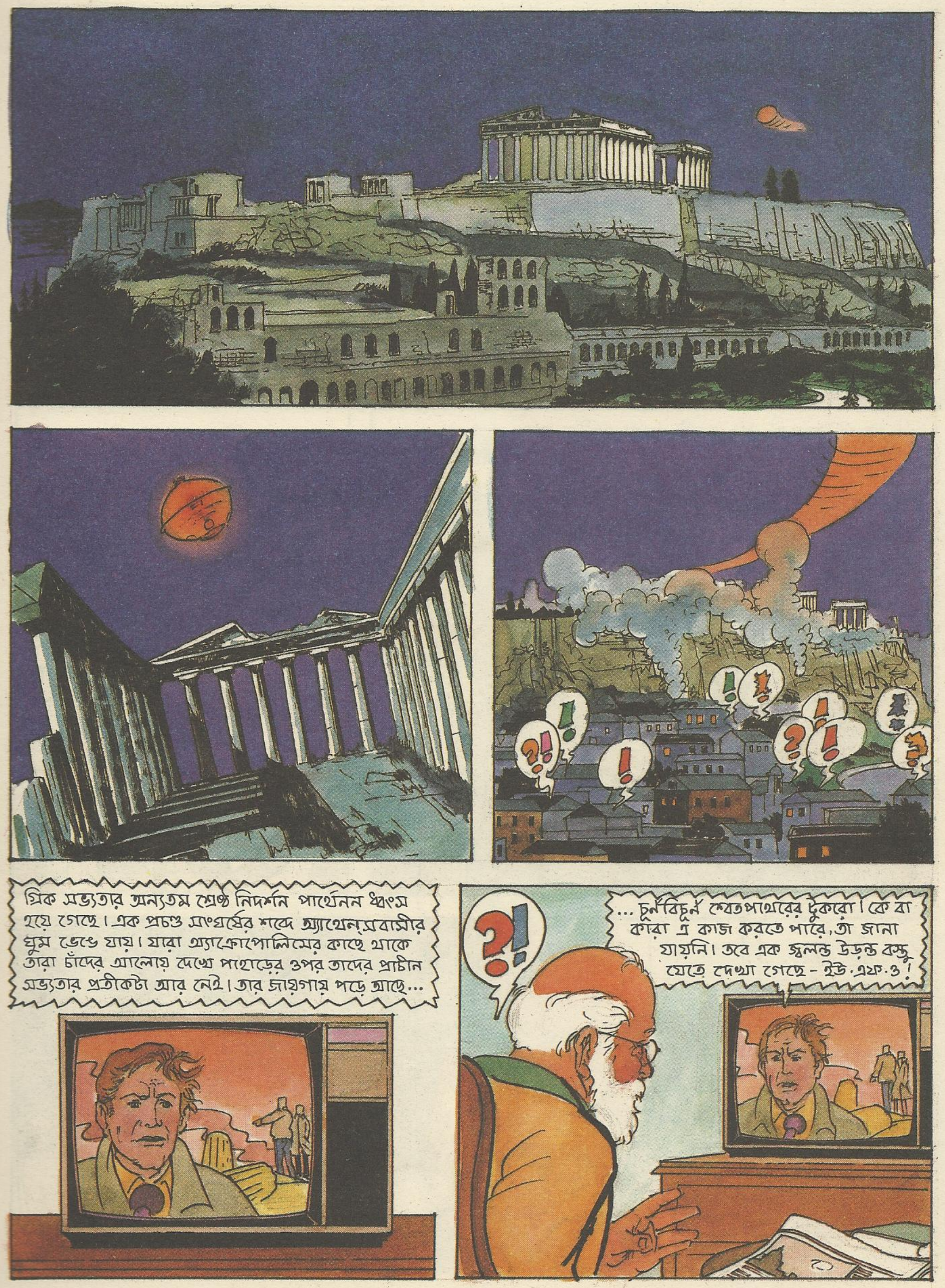
গ্রিক সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পার্থেনন ধ্বংস হয়ে গেছে। এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দে অ্যাথেন্সবাসীর ঘুম ভেঙে যায়। যারা অ্যাক্রোপোলিসের কাছে থাকে তারা চাঁদের আলোয় দেখে পাহাড়ের ওপর তাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রতীকটা আর নেই। তার জায়গায় পড়ে আছে...
?!
... চূর্ণবিচূর্ণ শ্বেতপাথরের টুকরো। কে বা কারা এ কাজ করতে পারে, তা জানা যায়নি। তবে এক জ্বলন্ত উড়ন্ত বস্তু যেতে দেখা গেছে - ইউ.এফ.ও!

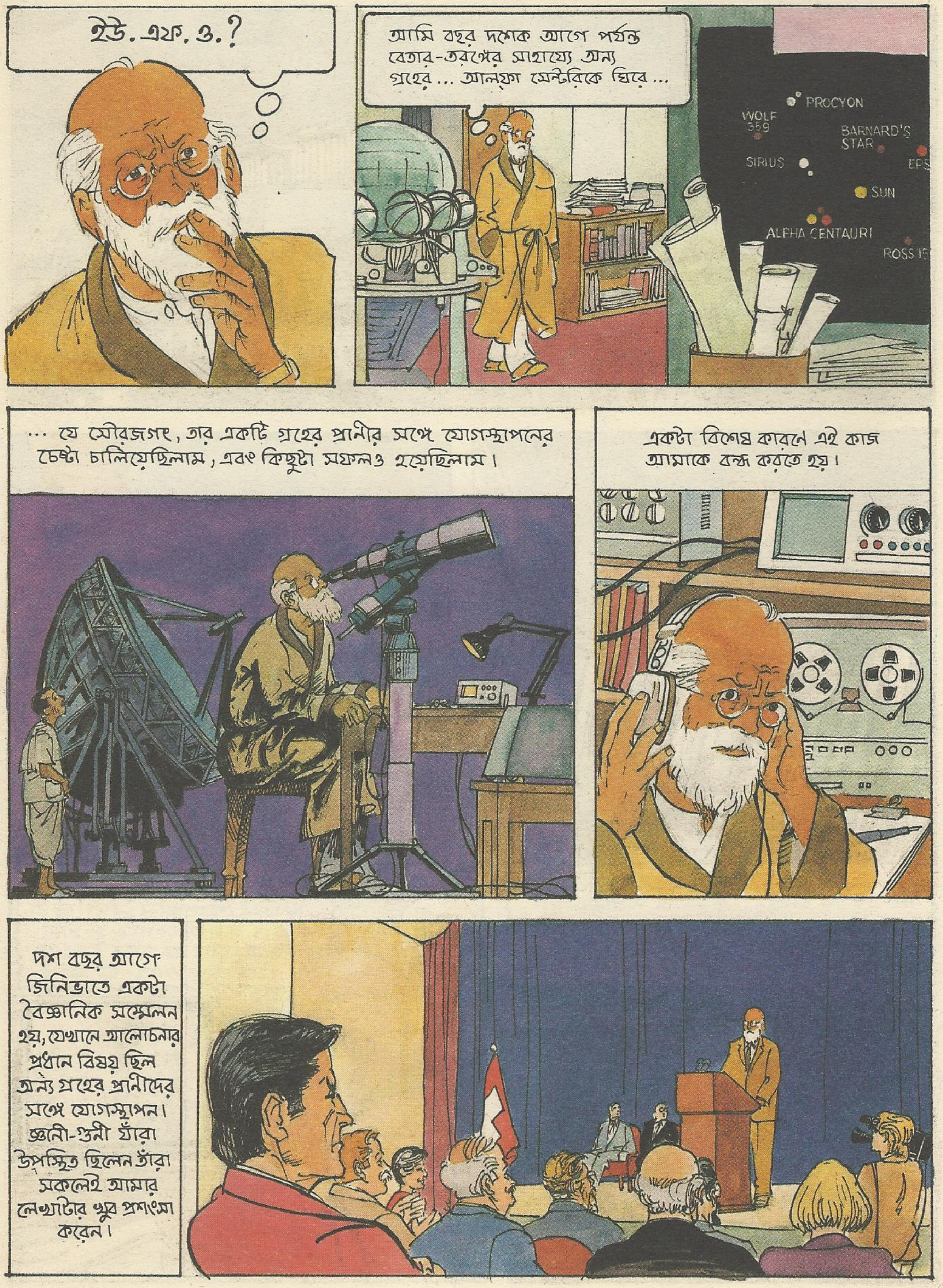
ইউ. এফ. ও.?
আমি বছর দশেক আগে পর্যন্ত বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে অন্য গ্রহের ... আলফা সেন্টরিকে ঘিরে ...
PROCYON
WOLF 359
BARNARD'S STAR
SIRIUS
SUN
ALPHA CENTAURI
... যে সৌরজগৎ, তার একটি গ্রহের প্রানীর সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টা চালিয়েছিলাম, এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলাম।
একটা বিশেষ কারনে এই কাজ আমাকে বন্ধ করতে হয়।
দশ বছর আগে জিনিভাতে একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হয়, যেখানে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল অন্য গ্রহের প্রানীদের সঙ্গে যোগস্থাপন। জ্ঞানী-গুনী যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই আমার লেখাটার খুব প্রশংসা করেন।

পরের দিন সম্মেলনের অতিথিদের জন্য জিনিভা হ্রদে নৌবিহারের বন্দোবস্ত হয়েছিল।
ওই যে প্রোফেসর শঙ্কু!
এক্সকিউজ মি। আমার নাম রোডোলফো কারবোনি। আমি একজন পদার্থবিজ্ঞানী, বাড়ি মিলানে। আমি একটু বসতে পারি?
বসুন।
কী ব্যাপার?
প্রথম পাতার শিরোনামটা পড়লেই বুঝতে পারবে।
?
আপনিও এই একই কাজ করছেন?
হ্যাঁ একই কাজ!

আল্ফা সেন্টরিকে ঘিরে যে সৌরজগৎ তারই একটি গ্রহের সঙ্গে বেতার তরঙ্গ মারফত আমি যোগস্থাপন করেছি। তোমার ও আমার সাফল্যে কোনও তফাত নেই। এই লেখা আমার পড়ার কথা ছিল। তুমি আগে পড়লে, দেখলাম আমি পড়লে তোমার কথার পুনরাবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে। তাই আর পড়িনি।
কিন্তু কেন? তাতে কি তোমার কৃতিত্ব কিছু কম বলে প্রতিপন্ন হত? বরং আমাদের বক্তব্য আরও জোরদার হত। অন্যগ্রহে প্রানীর অস্তিত্ব আরও দৃঢ়ভাবে প্রমানিত হত।
না, তা হত না। লোকে বলত আমি অসদুপায়ে তোমার কৃতিত্বে ভাগ বসানোর চেষ্টা করছি। তোমার বিশ্বজোড়া খ্যাতি, তোমার কপালের জোর আছে। তা ছাড়া তোমার দেশ বিজ্ঞানে পিছিয়ে আছে, তাই...
সে-দেশের মানুষ হয়ে তোমার কৃতিত্ব পশ্চিমে আরও বেশি দৃষ্টি আকর্ষন করে। আমাকে বিশেষ কেউ চেনে না। আমার কথা লোকে শুনবে কেন?
পরে..... সন্ডার্সকে জিজ্ঞেস করায় সে বলল...
রোডোল্ফো কারবোনি যুবাবয়সে ছিল আর্কিটেক্ট।
টুরিন শহরে এক স্টেডিয়াম তৈরির কাজে দেশের সেরা আর্কিটেক্টদের কাছ থেকে নকশা চাওয়া হয়। কারবোনিও একটা নকশা দেয়।
'ওর কাকা ছিলেন সরকারের মন্ত্রিমন্ডলীর একজন। এই খুঁটির জোরে কারবোনি কাজটা পেয়ে যায়। কাজ খানিকদূর অগ্রসর হবার পরই তাতে ফাটল ধরে। তাকে বাতিল করা হয়। দু'বার সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয়নি। তারপর বছর আষ্টেক বাদে আত্মপ্রকাশ করে পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে।
গবেষনার বিষয়ের কোনও অভাব নেই। আমি কারবোনিকে চিঠিতে জানিয়ে দেব আমি এই গবেষনা বন্ধ রাখছি।
ইউ·এফ·ও-র খবর আসছে নানা জায়গা থেকে... অন্য গ্রহের যাদের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছিলাম তাদের সঙ্গে কি এর কোনও সম্পর্ক...

আংকোর ভাট, কাম্বোডিয়া...
?
কাম্বোডিয়ায় অবস্থিত আংকোর ভাটের সুবিশাল বৌদ্ধস্তূপটি কাল রাতে ধ্বংস হয়ে যায়। সমস্ত...
সৌধটি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। কোনও সন্ত্রাসবাদী দলের পক্ষে বিস্ফোরকের সাহায্যে কাজটা সম্ভব কি না সে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
সন্ত্রাসবাদী?... ইউ-এফ-ও? অতদূর থেকে পৃথিবীতে এসে এই ধ্বংসাত্মক কাজ করার উদ্দেশ্যটা কী?
অনেকদিন বাদে নকুড়বাবু এলেন...
আরে নকুড়বাবু যে! কেমন আছেন বলুন?

আমাকে তুমি করে বলবেন সার। আপনি আমার বাপের বয়সী।
বেশ ত, তাই হবে'খন। কেমন আছ বলো। কী করছ আজকাল?
আছি ভালই সার। আজকাল একটু পড়াশোনার চেষ্টা করছি। নিজের তো সামর্থ্য নেই যে বই কিনি, তবে উকিল চিন্তাহরন বাবু তাঁর লাইব্রেরিটা ব্যবহার করতে দেওয়ায় সুবিধে হয়েছে।
কী বিষয় পড়ছ?
ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমনকাহিনী - এমন কোনও বিষয় নেই যা উঁর সংগ্রহে নেই। মাঝে মাঝে সব ঘটনা দেখতে পাই চোখের সামনে, বুঝতে পারি পুরনো যুগের ঘটনা। ইতিহাস পড়া থাকলে বা দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে জানা থাকলে হয়ত ঘটনাগুলো চিনতে পারতুম। তাই একটু ওইসব পড়ার চেষ্টা করছি।
বই পড়ে সুবিধে হচ্ছে?
আজ্ঞে-খানিকটা হচ্ছে সার। দু'মাস আগে একটা দৃশ্য দেখলুম। বীভৎস দৃশ্য। একজন দাড়িওয়ালা জোব্বা পরা লোক বসে আছে, তার গায়ে অনেক গয়নাগাটি, তার সামনে এনে রাখা হল একটা থালা। তার ওপর একটা নকশা করা কাপড়ের ঢাকনি - সেটা তুলতে দেখা গেল একটা মানুষের মুন্ডু!
আওরঙ্গজেবের ঘটনা কি?
আজ্ঞে হ্যাঁ সার। কিন্তু সব ঘটনা ত চিনতে পারিনা... পরশু যেমন দেখলুম একটা নৌকার ওপর নকশা করা এক বাক্স।
আমাকে একবার দেখাতে পারবে দৃশ্যটা?
পারব সার! একটু সময় দিতে হবে!

আমার ধারনা, এটা মিয়ানে লি পাহাড়ের ওপর চিন শি হুয়াং তি-র সমাধি। যিনি চিনের প্রাচীর তৈরি করেছিলেন।
দেখুন, আপনার কাছে কি সাধে আসি? আপনার এত জ্ঞান, এত ইয়ে!
তুমি কাগজ পড়ো?
এই যে ছবিটা দেখছ, এ হল ইউ-এফ-ও-র ... এ ব্যাপারে কিছু ...
আরে, ঠিক এই জিনিসই যে দেখলুম সেদিন... দুপুরে ভাত খেয়ে দাওয়ায় বসে একটু জিরোচ্ছি, সামনে কেমন ধোঁয়াটে হয়ে এল। তারপর সব কেমন বালিতে ছেয়ে গেল। বালি সরে গেলে...
...পর দেখলুম ওই জিনিসটাকে-পেল্লায় বড় বালির ওপর দাঁড়িয়ে রোদে ধাতুর তৈরি দেহ থেকে ঝিলিক বেরোচ্ছে।
লোকজন কাউকে দেখলে?
আজ্ঞে না, কাউকে না।
অবিশ্যি থাকতেও পারে। আর জায়গাটা মরুভূমি বলে মনে হল। পেছনে পাহাড় তার চুড়োয় বরফ। এ আমার স্পষ্ট দেখা।

কিছু মনে করবেন না তিলুবাবু, আপনার বিপদের আশঙ্কা দেখলেই আমার মনটা উতলা হয়ে ওঠে।
সেরকম আশঙ্কা দেখছ নাকি এখন?
এখন না – ঘরে ঢুকেই এক পলকের জন্য যেন দেখলুম আপনি একটা ঘরে বন্দি হয়ে আছেন।
তোমার নিজের শরীরের যত্ন নিচ্ছ ত? আমার মতো বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু তোমার যে বিশেষ ক্ষমতা সেটা খুব কম লোকের মধ্যে থাকে।
আজ্ঞে সে ত আমিও বুঝতে পারি। তাই নিয়মিত ব্রাহ্মী শাকটা খেয়ে যাচ্ছি।
বেশ, কিন্তু যদি কখনও মনে হয় কোনও কারণে ক্ষমতা কমে আসছে, তাহলে আমাকে জানিও। আমার একটা ওষুধ তোমার কাজ দিতে পারে।
কী ওষুধ?
নাম সেরিব্রিলান্ট। মাথাটা পরিষ্কার রাখে।
কোনও প্রয়োজনে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলেই আমি চলে আসব।
বেশ তাই হবে।

সম্প্রতি ক্রোল একটি চিনা প্রত্নতাত্ত্বিক দলের সঙ্গে তাকলা-মাকানে খননের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সিংকিয়াং-এর খোটান শহরকে কেন্দ্র করে-এক বৌদ্ধ বিহারের খোঁজে... কী লিখছে সে?
প্রিয় শঙ্কু,
সম্প্রতি একটি ইউ.এফ.ও-র কথা হয়ত কাগজে পড়েছ। এটি এখন আমি যে অঞ্চলে রয়েছি তারই কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করছে বলে মনে হয় আমার। গত তিন দিনে দু'বার এটিকে আকাশে দেখেছি। শুধু আমি নয়,
আমার দলের সকলেই দেখেছে। আমার মনে হয়, এটার অনুসন্ধান করা আমাদের কর্তব্য। চিন সরকার আমাদের হেলিকপ্টারের বন্দোবস্ত করে দিতে রাজি হয়েছে। আমি একা যেতে চাই না। এই ধরনের অভিযানে আমাদের তিন জনেরই থাকা দরকার যেমন আগেও থেকেছি। আমি সন্ডার্সকে লিখেছি। যত শীঘ্র সম্ভব যাওয়া যায় ততই ভাল। এখানে তোমার নাম শিক্ষিত-মহলে অনেকেই জানে। তোমার টেলিগ্রামের অপেক্ষায় রইলাম
ইতি উইলহেলম্ ক্রোল।
দুম!
কড়-কড়-কড়াত্!

এই ইউ·এফ·ও-ই যদি পৃথিবীর অপূর্ব এই স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসের কারন হয়ে থাকে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তি এক-এক করে ধ্বংসস্তূপে পরিনত হতে দিতে পারি না। ... নকুড়বাবুর বর্ননার কথা মনে পড়ছে। ...মরুভূমি... তুষারাবৃত পর্বতশ্রেনী।
আমার মন বলছে তাকে আমাদের প্রয়োজন। ক্রোল ব্রেজিলে নকুড়বাবুর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিল, সুতরাং তার আপত্তির কোনও কারন নেই।... নকুড় বিশ্বাসকে একখানা পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দিই।
আর তার উত্তরে...
শ্রী ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু মহাশয়ের শ্রীচরনে সহস্র প্রনামান্তে নিবেদন —
চিন সফরের প্রাক্কালে আপনি আমাকে স্মরন করিয়াছেন জানিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলাম। অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তুটি যে উদ্দেশ্যে আমাদের পৃথিবীর আকাশে বিচরন করিতেছে জানিবেন তাহা আদৌ শুভ নহে। বিশেষত আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির মনে উহা সবিশেষ পীড়ার উদ্রেক করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি আপনাদের কী ভাবে সাহায্য করিতে পারি তাহা এখনও জানি তবে গতবারের ন্যায় এইবারও যদি সহযাত্রীরূপে আপনাদের সঙ্গলাভ করিতে পারি তবে নিজেকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করিব। আপনার আহ্বানে সাড়া না দিবার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কবে গিরিডি পঁহুছিতে হইবে জানাইলে সেইরূপ ব্যবস্থা করিব।
ইতি সেবক শ্রী নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস
কয়েকদিনের মধ্যে খোটান এয়ারপোর্টে আমাদের প্লেন পৌঁছল।
...জিভের নীচে এয়ারকন্ডিশনিং পিল রাখলে শীতে গরম লাগে আর গরমে ঠান্ডা।
বেশ ঠান্ডা এখানে...
ক্রোল এয়ারপোর্টে এসেছিল
আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাল লাগল।
চিনে স্বাগত।
আপনিও কি আমাদের সঙ্গে অভিযানে আসবেন ডঃ শেং?
এ সুযোগ ছাড়া যায় না... যখন ইউ.এফ.ও-র খোঁজে বেরোচ্ছি...

এই ধ্বংসের জন্য যদি ওই রকেট দায়ী হয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে অসাধারণ শক্তিশালী কোনও বিস্ফোরক-যন্ত্র রয়েছে ওদের হাতে। সেখানে আমরা কী করতে পারি বলো?
আমাদের দিক থেকে কোনও আনবিক অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা তো সহজ ব্যাপার নয়। রকেটটা কোথায় রয়েছে সেটাই এখনও জানি না আমরা।
অথচ আরও কত কী যে ক্ষতি করতে পারে এরা, তাও জানা নেই। সুতরাং ...
যেসব জিনিস নিয়ে সভ্য মানুষ গর্ব করে, একটির পর একটি সে-জিনিস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, এটাই যদি তোমরা ভেবে থাকো তা হলে আমি তোমাদের দলে নই। আমি তা হলে একাই যাব তাকলা-মাকানে এই শয়তানদের সন্ধানে। আমি জানি না ডঃ শেং কী বলেন, কিন্তু —
ফিউডাল যুগে শ্রমিকদের খাটিয়ে এ সব সৌধ সৃষ্টি হয়েছে, তা আমি জানি, কিন্তু তাই বলে তাদের মাহাত্ম্য আমরা অস্বীকার করি না। এই নৃশংস ধ্বংসকার্য প্রতিরোধ করা আমাদের কর্তব্য।
পরের দিন সকালে ...
আজ নকুড়বাবুকে একটু নিস্তেজ দেখাচ্ছে।
মাকড়দা থেকে আসার পথে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক কুলির মাথায় চাপানো স্টিল ট্রাঙ্কে ধাক্কা খেয়ে মাথার বাঁ দিকে জখম হয়েছে। তাই বোধহয় ...

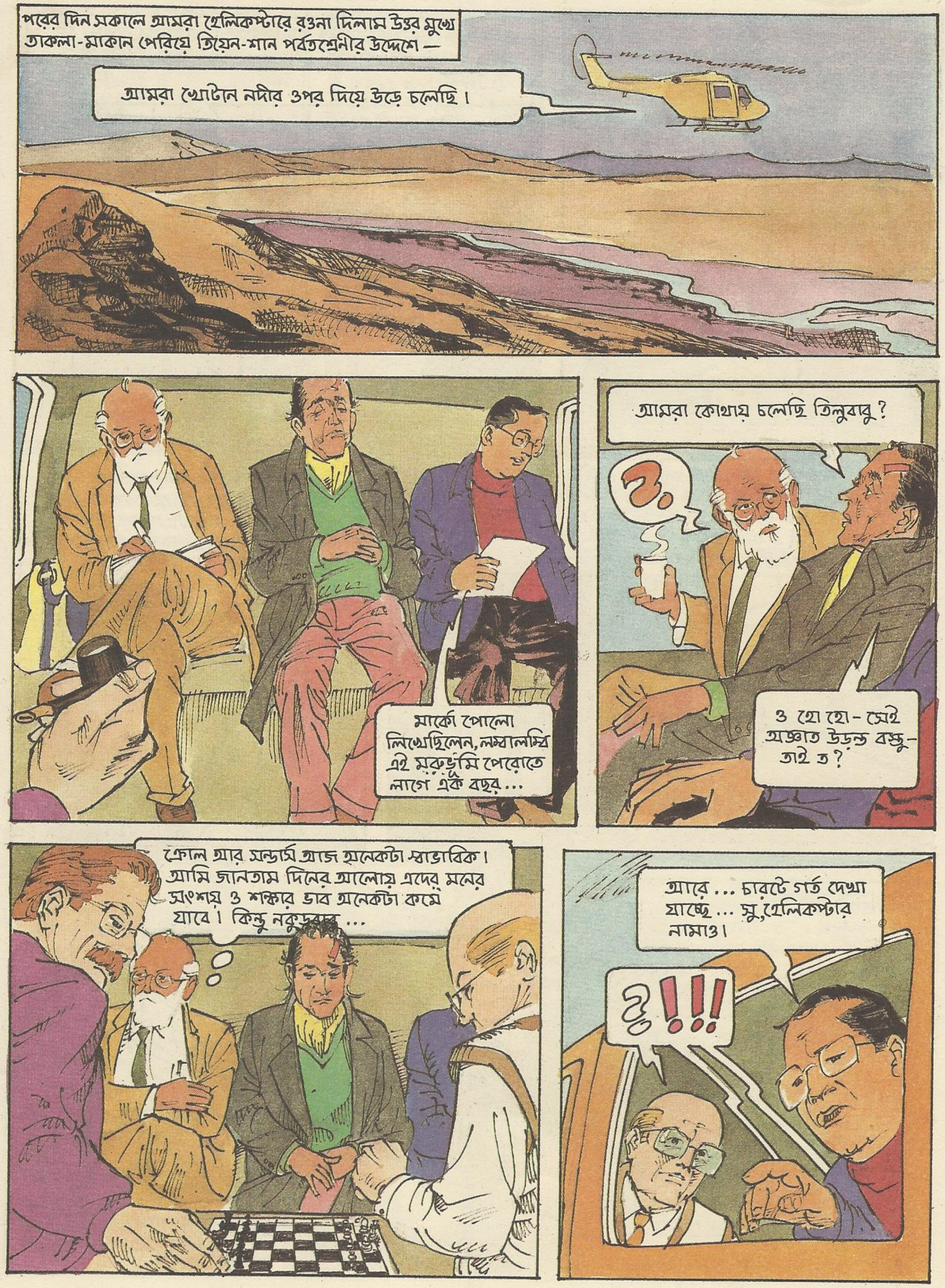
পরের দিন সকালে আমরা হেলিকপ্টারে রওনা দিলাম উত্তর মুখো তাকলা-মাকান পেরিয়ে তিয়েন-শান পর্বতশ্রেণীর উদ্দেশে —
আমরা খোটান নদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি।
মার্কো পোলো লিখেছিলেন, লম্বালম্বি এই মরুভূমি পেরোতে লাগে এক বছর ...
আমরা কোথায় চলেছি তিলুবাবু ?
ও হো হো - সেই অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু - তাই ত ?
ক্রোল আর সন্ডার্স আজ অনেকটা স্বাভাবিক। আমি জানতাম দিনের আলোয় এদের মনের সংশয় ও শঙ্কার ভাব অনেকটা কমে যাবে। কিন্তু নকুড়বাবু ...
আরে ... চারটে গর্ত দেখা যাচ্ছে ... সু, হেলিকপ্টার নামাও।
?!!!

কাছ থেকে বোঝাই যাচ্ছে, এই চারটে গর্ত যে ইউ-এফ-ও-র চারটে পায়ার চাপে হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
এত বিশাল জায়গায় এত সহজে একটা ক্লু-ও পাব ভাবিনি।
যখন সু শি হেলিকপ্টারে আশপাশের অঞ্চলটা ঘুরে এসে কিছু দেখতে পেল না, আমাদের ওটার আসার অপেক্ষা করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করার নেই।
যারা পার্থেনন, আংকোর ভাট ধ্বংস করতে পারে তাদের সঙ্গে কথাব বলার আগেই তোমার উচিত তাদের অ্যানাইহিলিন দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা।
সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু সত্যি করেই যদি অন্য গ্রহের প্রানী থেকে থাকে এই রকেটে, তা হলে তাদের দর্শন পাওয়ার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করাটা একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার পক্ষে অসম্ভব।
এরা তো নেই!
কারা নেই?
অন্য গ্রহের প্রানী!
তারা নেই মানে? তারা ছিল না কোনও সময়ই?
ছিল, ইউ. এফ. ও-তেই ছি
তাহলে গেল কোথায়?
মাটির তলায়!
মাটির তলায়!!

তবে রকেটে কে আছে? নাকি রকেটই নেই?
না না - রকেট আছে বৈ কী, তবে তাতে অন্য গ্রহের কোনও প্রাণী নেই!
তবে কী আছে?
যন্ত্র আছে।
কম্পিউটার?
হ্যাঁ, কম্পিউটার। আর —
আর কী?
হারিয়ে গেল। চোখের সামনে ফুটে উঠছিল... মাথাটা এখনও ঠিক ...
এই ঠান্ডা রুক্ষ প্রান্তরে আমরা হাঁ করে বসে আছি... কখন ইউ.এফ.ও-র আবির্ভাব হয়! আদৌ ওটার আবির্ভাব হয় কি না...
ওই যে এসে পড়েছে!
!
এত দ্রুত এল বুঝতেও পারিনি!

ঠিক যে জায়গায় নেমেছিল সেইখানেই নামছে।
দূর থেকে তাই তো মনে হচ্ছে!
আমরা ক'জন নিশ্বাস বন্ধ করে প্রায় দশ মিনিট ধরে রকেটটার দিকে চেয়ে থাকলাম।
কাঁহাতক অনন্তকাল ধরে এই ভাবে চুপচাপ বসে থাকা যায়?
ঠিক আমার কাছে অ্যানাইহিলিন আছে। সন্ডার্স আর ক্রোলের কাছে রিভলভার... রকেটটার দিকে আমাদের এগিয়ে গিয়ে দেখা উচিত।
আমরা পাঁচজনে পাথরের গা বেয়ে নেমে সমতলভূমি দিয়ে চার-পায়ে দাঁড়ানো রকেটটার দিকে অগ্রসর হলাম।

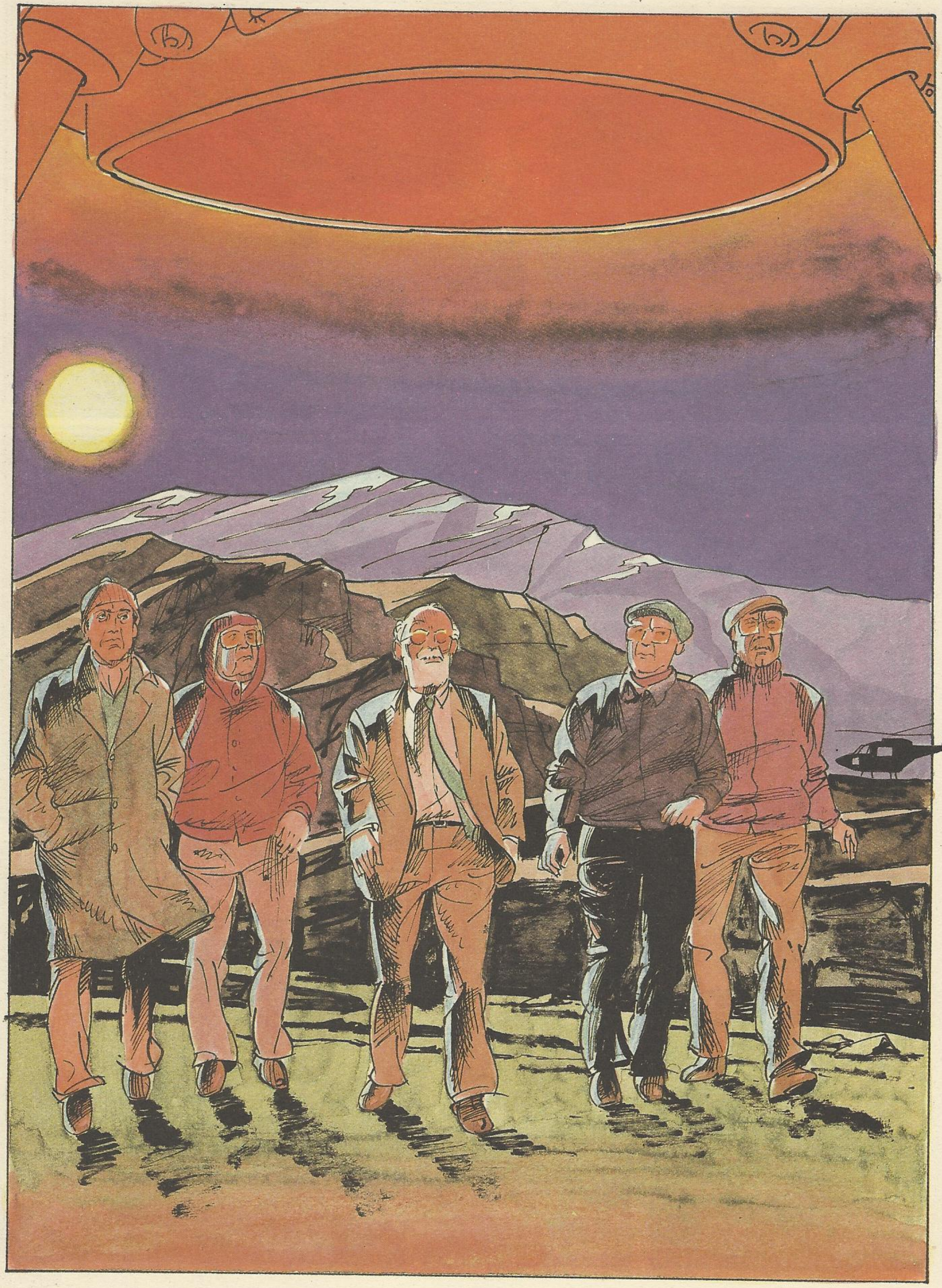

অদ্ভুত জায়গা বেছেছে ইউ·এফ·ও·!
তা তো বটেই; তাকলা-মাকানের এক প্রান্তে তিয়েনশান পাহাড়ের ধারে — আত্মগোপন করার প্রশস্ত জায়গা।
আমি তার জন্যে বলছি না।
তবে?
দ্য ডোর ইজ ওপ্‌ন!
চলুন, যাবেন না?
ভেতরে যাওয়া নিরাপদ কি?
আপদ নিরাপদের কথা কি আসছে স্যর? আমাদের আসার কারণই তো হল ইউ.এফ.ও.-র অনুসন্ধান। তার সামনে দরজা খোলা পেয়েও ভেতরে ঢুকব না?
একটা সিঁড়ি নেমে এসেছে।
লেটস গো ইন!
দাঁড়াও! আমি আগে যাব অ্যানাইহিলিন নিয়ে।

শঙ্কু,
বি কেয়ারফুল...
সাবধানে ওঠো...
একে-একে পাঁচজন সিঁড়ি দিয়ে উঠে রকেটের ভিতর একটা গোল কামরায় প্রবেশ করলাম।
এ রকেটে কোনও প্রাণী আছে কিনা সেটা এ ঘর থেকে বোঝার উপায় নেই। তা হলে কি রোবট বা কম্পিউ...
প্রবেশদ্বারটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে!
খোল ইউ
দরজা!
ওয়েলকাম জেন্টলমেন !!!